আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে

মূল :

ড. নাজীহ ইবরাহীম

শাইখ আসিম আবদুল মাজিদ

শাইখ ইসামুদ্দীন দারবালাহ

তত্ত্বাবধান :

ড. শাইখ উমার আব্দুর রাহমান (রাহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ :

আশিকুর রহমান

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

মুখবন্ধ / ৫

ভূমিকা / ৭

আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য / ১৩

যা বিশ্বাস করি / ৩১

এই আমাদের আকীদা / ৪২

যেভাবে বিশ্বাস করি / ৫১

আমাদের লক্ষ্য / ৭০

আমাদের পথ / ৯০

আমাদের পাথেয় / ১৬০

আমাদের ওয়ালা' (মিত্রতা) / ২০৯

আমাদের 'আদা' (শত্রুতা) / ২১৩

আমাদের সংঘবদ্ধতা / ২১৭

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর সাহায্য কামনা করি। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করি এবং আমাদের নিজেদের মধ্যকার খারাবি ও আমাদের কাজকর্মের খারাবি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও বার্তাবাহক।

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী।"[১]

হকপন্থী আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণের পর তাঁরাই জনগণের নেতা। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা দেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ মহান ও প্রশংসনীয়। তাঁরা সত্যের বাহক, হিদায়াতের মাধ্যম ও নবীগণের উত্তরসূরি। তাঁরা আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করেন, নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করতে থাকেন এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সচেতন থাকেন।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, চরিত্র-কর্ম, কথা-আচরণ সবকিছুতে তাঁরা নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ফলস্বরূপ, নবীগণের মতোই তাঁরা দুঃখকষ্টে আপতিত হন। নবীগণের মতোই হকপন্থী আলেমগণ জেল-জুলুম,ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হত্যার সম্মুখীন হন। তাঁরা যেখানেই যান, সেখানেই উচিত কথা বলেন 'যেন আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"(সূরা আত-তাওবা ৯:৩৩) আর এ কাজ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আলেমদের চড়া মূল্য দিতে হয়।

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কিয়ামাতের

---

[১] সহীহ ইবনু হিব্বান : ৮৮

একটি লক্ষণ হলো ইলম হারিয়ে যাওয়া এবং অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়া।[২]

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "নিশ্চয় আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমেই কেবল ইলম হারিয়ে যাবে।"[৩] এই জামানায় শুধুমাত্র হক কথা বলার কারণে নির্যাতন ভোগ করা আলেমের সংখ্যা কতই-না কমে গেছে! কাউকে হত্যা করা হয়েছে, কাউকে কারাবন্দি করা হয়েছে, কাউকে করা হয়েছে গৃহবন্দি।

"*আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে*" বইটি "মীসাকুল আমালিল ইসলামি" (ইসলামি কাজের রূপরেখা) গ্রন্থের অনুবাদ। এর লেখক তিনজন আলেম : ডক্টর নাজীহ ইবরাহীম, আসিম আবদুল মাজিদ এবং ইসামুদ্দীন দারবালাহ। মিশরের 'লিমান তুররাহ' কারাগারের ভেতর থেকে ১৯৮৪ ঈসায়ি সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এটি প্রকাশিত হয়। বইটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডক্টর শাইখ উমর আব্দুর রহমান, যিনি কেবলমাত্র হক কথা বলার অপরাধে আমেরিকার কারাগারে দীর্ঘ তেইশ বছর কাটিয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

বর্তমান যুগে ইসলামি আন্দোলন কেমন হতে হবে, তার একটি পরিপূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরেছেন লেখকগণ। 'আকীদা থেকে দাওয়াত, জিহাদ থেকে খিলাফাত, তাকওয়া থেকে সবর—এই সবকিছু কীভাবে প্রতিটি মুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করে, তা দেখানো হয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্য হলো পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারাবন্দি আলেমদের লেখনী থেকে উঠে এসেছে আজকের মুসলিমদের সার্বিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র।

বইটি এমনিতেই চমৎকার। তার ওপর সুপরিকল্পিত পন্থায় ইসলামকে জানার জন্য যদি এই বইটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে আরো ভালো। পাঠচক্রে ব্যবহার করার জন্য বইটি অসাধারণ ও সহজবোধ্য। কুরআনের জ্ঞান ও অন্যান্য প্রাথমিক কিতাবাদি অধ্যয়নের পাশাপাশি এই বইটি অধ্যয়ন করলে বর্তমান যুগের ইসলামি কর্মীরা খুবই উপকৃত হবে।

আল্লাহ তাআলা লেখকদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এই বইটিকে তাঁর দ্বীনের গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য আমাদেরকে কাজ করার সামর্থ্য দিন এবং সেগুলোকে আমাদের নেক আমলের পাল্লায় যোগ করে আখিরাতে সাফল্য দিন। আমীন।

---

[২] বুখারি : ৫২৩১ ; মুসলিম : ২৬৭১

[৩] ফাতহুল বারী, ১/২৩৯, হাদীস নং ৮০

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি ও তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করি। আমরা তাঁরই কাছে ক্ষমাভিক্ষা করি এবং আমাদের নিজেদের মধ্যকার খারাবি ও আমাদের কাজকর্মের খারাবি থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[৪]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একজন মাত্র ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন; এবং সেই দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো। আর (সতর্ক থাকো) জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৫]

---

[৪] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২

[৫] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল-সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে লাভ করে মহাসাফল্য।"[৬]

অতঃপর...

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাদের জমিনে খিলাফাত দান করবেন, যেমনটা তাদের পূর্ববর্তীদের আল্লাহ দান করেছিলেন। আর তিনি (ইসলামকে) তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, সেই দ্বীনকে কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। আর তিনি তাদের ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থা পরিবর্তন করে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, কোনোকিছুকে আমার সাথে শরিক করবে না।"[৭]

আল্লাহ আমাদের বিজয়, সাফল্য, কর্তৃত্ব ও গৌরব দান করার ওয়াদা করেছেন। উম্মাহর এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় এই ওয়াদা এক উজ্জ্বল আলোকচ্ছটার ন্যায়। এই উম্মাহ দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ব শাসন করেছে। এর মাধ্যমে দূর-দূরান্তে খিলাফাত বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর কিতাবের দ্বারা ভূমিগুলোকে শাসন করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই একই উম্মাহ আজ অপমান ও লাঞ্ছনার তিক্ত স্বাদ ভোগ করছে। অতীত গৌরব কেবল টিকে আছে শিশুদের ছড়াগানে। বিশাল খিলাফাত টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্রে। কিছু চলে গেছে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের দখলে, কিছু শাসিত হয় মূর্তিপূজারি ও নাস্তিকদের হাতে, আর কয়েকটি কথিত ইসলামি রাষ্ট্রে দখল করে আছে কিছু সেক্যুলার শাসক।

[৬] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১

[৭] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫৫

শত্রুরা দলে দলে আমাদের দিকে ধেয়ে এসেছে। ভ্রান্ত বিশ্বাস-মতবাদ, তন্ত্র-মন্ত্র, দর্শন, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, সংবিধান—সব রূপ ধরে তারা সম্মিলিত আক্রমণ করছে। কারো অন্তরে আছে গোপন বিদ্বেষ আর কারো আছে পুরোনো শত্রুতা।

এই উম্মাহর ওপর ইতিহাসে যত আঘাত এসেছে, তার মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক আঘাতগুলোর একটি প্রত্যক্ষ করেছে বিংশ শতাব্দী। আর তা হলো খিলাফাতের পতন। তাদের ষড়যন্ত্র যদি খিলাফাত ধ্বংস করার মধ্যেই শেষ হয়ে যেত, তা হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তারা এরপর মুসলিমদের ভেতরে অদ্ভুত সব বিশ্বাস-মতবাদ ও তন্ত্র-মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের দ্বীনের বুঝকে কলুষিত করেছে। যখনই আমরা জেগে উঠে দ্বীনে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাব, তখনই আমাদের সামনে বুদ্ধিবৃত্তিক বাধা হয়ে দাঁড়াবে ভালো-মন্দের মিশ্রণে গড়া এসব মতবাদের সমষ্টি। সত্য হয়ে যাবে অস্পষ্ট আর আমরা হব পথভ্রষ্ট। হারাব দ্বীন ইসলামের সঠিক বুঝ। এই হলো আমাদের অবস্থা। অথবা বলা চলে, শত্রুদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় আমাদের অজ্ঞতা ও অলসতার এই হলো পরিণাম।

তাই বলে বিশ্বাসস্থাপনকারী ও সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহর এই ওয়াদা কিন্তু মুছে যায়নি :

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

> "তিনি তাদের জমিনে খিলাফাত দান করবেন, যেমনটা তাদের পূর্ববর্তীদের আল্লাহ দান করেছিলেন। আর তিনি (ইসলামকে) তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, সেই দ্বীনকে কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। আর তিনি তাদের ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থা পরিবর্তন করে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন...।"[৮]

সত্যি বলতে এই উম্মাহর প্রথম দিককার প্রজন্ম সাহাবিগণ নিজেদের ইসলামি শিক্ষার প্রতি সঁপে দিয়েছেন এবং ইসলামের এই শিক্ষাকেই নিজেদের ঐক্যের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলেই আল্লাহ তাঁদের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব দান করেছেন। এরপর তাঁরা সামষ্টিক ও পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছেন। এটিই তাঁদের সাফল্যের রহস্য।

আমাদের যদি কোনো একদিন ঘুম থেকে উঠে দ্বীনে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় আর শত্রুদেরকে চ্যালেঞ্জ করার ইচ্ছা জাগে, তা হলে এই একই পথে হেঁটেই সাফল্য লাভ করতে হবে। আমাদের ও আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে যে বিশাল ব্যবধান তৈরি হয়েছে, তা পূরণ করতে দ্রুত কাজ করতে হবে। তাঁদের মতো করে দ্বীনের বুঝ অর্জন করে

[৮] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫৫

তাঁদেরই মতো করে ইসলামের জন্য প্রচেষ্টা ও জিহাদ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবিগণ ও তাঁদের সত্যনিষ্ঠ অনুসারীগণকে হুবহু অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই।

ইমাম আওযাঈ সত্যই বলেছেন, "ধৈর্য ধরে সুন্নাহর অনুসরণ করতে থাকুন। সালাফগণ যা বলেছেন, তা আঁকড়ে ধরে রাখুন। তাঁরা যা বলেছেন, তা-ই বলুন। তাঁরা যা থেকে বিরত থেকেছেন, তাতে জড়িয়ে পড়বেন না। আর ন্যায়নিষ্ঠ পূর্বসূরিদের (সালফে সালেহীনদেরকে) অনুসরণ করুন। তা হলেই আপনি তা অর্জন করতে পারবেন, যা তাঁরা অর্জন করেছিলেন।"

এ জন্য আমাদের প্রথমেই যা শিখতে হবে তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে হুট করে নিজে কিছু না বলে বসা, নিজেদের কণ্ঠস্বরকে রাসূলের কণ্ঠের চেয়ে উচ্চ না করা, অন্য সব রকম আনুগত্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের আনুগত্যে আবদ্ধ হওয়া। তা হলেই দ্বীনের পুনরুজ্জীবনের পথে প্রথম ধাপ পেরোনো সম্ভব হবে।

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে।"[৯]

এ লক্ষ্যেই আমাদের প্রচেষ্টা এই বই—*আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে*। এর মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—যেন শরীয়তের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাদের আন্দোলনে অনুপস্থিত না থাকে। আর তারা যেন সকল ব্যাপারে নিজেদেরকে শরীয়তের হুকুম আহকামের প্রতি সমর্পণ করে।

এখানে বর্ণিত মূলনীতিগুলো দ্বীন ইসলামে কোনো নব-উদ্ভাবন বা সংযোজন নয়। বরং এগুলো অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত বিধান, যা কোনো মুসলিম অস্বীকার বা অবজ্ঞা করতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, দ্বীনের জন্য কাজ করা অধিকাংশ কর্মীর মন থেকেই এসব বিষয় মুছে গেছে। কিছু লোক হয়তো কয়েকটি মূলনীতি জানে, কিন্তু বাকিগুলোকে দামই দেয় না। আবার কেউ কয়েকটি মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করে আর বাকিগুলো এড়িয়ে যায়।

শরীয়তের এসব মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়গুলো যেহেতু অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যেতে চাইছেন, তাই উম্মাহকে এসব ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দেওয়াকে আমরা দ্বীনি দায়িত্ব মনে করছি। এর মাধ্যমে আমরা এসব মূলনীতির বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও অনুসরণের নিয়ম তুলে ধরতে চাই। ইসলামি আন্দোলনের দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মীরা যেন পথ চলতে গিয়ে

[৯] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৪০

মাঝপথে দিশা হারিয়ে ছত্রভঙ্গ না হয়ে যায়, সেজন্যই পুরো পথের চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে আমাদের এই প্রচেষ্টা।

এ পথ বৈচিত্র্যময় ও দুর্গম। তারপরও শরীয়তের এমন সব আবশ্যক মূলনীতি রয়েছে, যা না মানলে বিজয়ের সব আশা শেষ হয়ে যাবে। একবার যদি মানুষের মনে এসব মূলনীতি স্পষ্ট ও বদ্ধমূল হয়ে যায়, তা হলেই এগুলোর ভিত্তিতে একটি চিন্তাগত ঐক্য গড়ে তুলে কর্মক্ষেত্রে সামনে আগানো সম্ভব হবে। অনেকে এই বুদ্ধিবৃত্তিক ঐক্যকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল লোকসংখ্যা বাড়ানোকেই গুরুত্ব দেয়। ঐক্যের জমিতে তারা আসলে নিজের অজান্তেই বপন করে অনৈক্য ও ভাঙনের বীজ। চিন্তাগত ঐক্যবিহীন একটি দল হলো নানা রকম মত-পথের একটি স্তূপ মাত্র, যা প্রথম পরীক্ষার আঘাতেই ভেঙে ছন্নছাড়া হয়ে যাবে। এমনকি এর একটি অংশ অপর অংশের সাথে সংঘাতেও জড়িয়ে যেতে পারে।

ইসলামের কল্যাণে কাজ করতে চাওয়া কোনো সংগঠনের কর্মীরা যদি শরীয়তের মূলনীতির ব্যাপারেই কোনো ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে না এসে থাকে, তা হলে তাদের উচিত নিজেদের কয়েকটি প্রশ্ন করা।

- আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কী?
- আমরা কী বিশ্বাস করি?
- আমরা যা বিশ্বাস করি, তা কীভাবে বিশ্বাস করি?
- আমাদের লক্ষ্য কী?
- এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের কর্মপদ্ধতি কী?
- আমাদের চলার পথের পাথেয় কী হবে?
- আমরা কাদের সাথে মিত্রতা করব?
- আমাদের শত্রুই-বা কারা?
- আমাদের এই জমায়েতে কারা যোগ দিতে পারবে?
- আমরা আমাদের সাথে কাদেরকে নেব না এবং কেন?

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব প্রশ্নের উত্তর কেবল ইসলাম থেকেই গ্রহণ করতে হবে। সেই ইসলাম, যা আল্লাহ ওহির মাধ্যমে রাসূল ﷺ-কে জানিয়েছেন, যেভাবে রাসূলের সাহাবিগণ তা বুঝেছেন, যেভাবে আমাদের সালফে সালেহীনগণ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আমরা যদি সঠিক কাজ করি, তা হলে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّـهِ

"তোমার কাছে যে কল্যাণই পৌঁছায়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।"[১০]

সব প্রশংসা আল্লাহর। আর আমরা যদি ভুল করে থাকি, তা হলে তা আমাদের দোষ।

وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

"কিন্তু তোমার ওপর যা কিছু (বিপদ-আপদ) আপতিত হয়, তা তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতে।"[১১]

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ
লীমান তুররাহ কারাগার, মিশর
২৫ জামাদিউল উলা, ১৪০৪ হিজরি

[১০] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৭৯
[১১] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৭৯

আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে

১. একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজেদেরকে বিশুদ্ধভাবে সমর্পণ করা

২. সত্যিকার অর্থেই তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা

আবূ সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের ডেকে বলবেন, 'হে জান্নাতিরা!' তারা জবাব দেবে, 'আমরা হাজির, হে আমাদের প্রতিপালক! সকল কল্যাণ আপনারই হাতে।' তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা কি এখন সন্তুষ্ট?' তারা জবাব দেবে, 'কেন হব না, হে আমাদের প্রতিপালক? আপনি তো আমাদের এমন সব অনুগ্রহ দান করেছেন, যা আপনার অন্য কোনো সৃষ্টিকে দান করেননি।' তিনি তারপর তাদের বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এরচেয়েও উত্তম কিছু দেব না?' জান্নাতিরা জানতে চাইবে, 'এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?' আল্লাহ বলবেন, 'আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম এবং এরপর আর কখনোই তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।'"[১২]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনার সন্তুষ্টি অন্য যে-কোনো সুযোগ-সুবিধার চেয়ে অধিক উত্তম। আমরা আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ও অগ্রে স্থান দিই। এভাবে আমরা নবীজি ﷺ-এর অনুকরণ করতে চাই। কারণ তিনি জান্নাতের দুআ করার আগে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের দুআ করে বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত চাই।"

আল্লাহ তাআলাই আমাদের কাছে সবচেয়ে দামি এবং তিনি সবচেয়ে মহান। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অন্য যে-কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি সাধনা করা প্রয়োজন।

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّـهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আর সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই হলো বিরাট সাফল্য।"[১৩]

---

[১২] বুখারি : ৬৫৪৯; মুসলিম : ৭৩১৮

[১৩] সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৭২

আল্লাহ তাআলাই প্রথম, তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না; তিনিই সর্বশেষ, তাঁর পর আর কোনোকিছু থাকবে না; তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তাঁর ঊর্ধ্বে কিছু নেই; তিনি সর্বনিকটে, তাঁর চেয়ে নিকটবর্তী কোনোকিছুই নেই। তিনি শাশ্বত, আর তিনি সকল কিছুর রিযিকদাতা ও রক্ষাকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, তিনি সবকিছু দেখেন, সর্বময় প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী, তাঁর জন্য সবকিছু সহজ, আর তিনি কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

> "কোনোকিছুই তাঁর সমকক্ষ বা সদৃশ নয়। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।"[১৪]

তিনিই সবকিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন এবং বিপর্যস্তকে সহায়-সম্বল দান করেন দেন। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করেন। আর কিয়ামাতের দিন তাঁর কাছেই হবে আমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। তিনি যাকে ইচ্ছা, দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আর যার শাস্তি প্রাপ্য, তাকে ন্যায়বিচার করে শাস্তি দেবেন।

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

> "এই হলেন তোমাদের প্রতিপালক, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। কাজেই তোমাদেরকে কোন দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে?"[১৫]

তাঁর সুউচ্চ সত্তা ব্যতীত সবই ধ্বংস হবে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

> "পৃথিবীপৃষ্ঠে যা আছে সবই ধ্বংসশীল। কিন্তু চিরস্থায়ী তোমার প্রতিপালকের চেহারা, যিনি মহীয়ান, গরীয়ান।"[১৬]

তাই কী করে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর অন্য কোনোকিছুকে প্রাধান্য দিতে পারি? কী করে আমরা মিছে নিরাপত্তা ও সুখের আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে পারি?

---

[১৪] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ১১

[১৫] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৬

[১৬] সূরা আর-রাহমান, ৫৫ : ২৬-২৭

فَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

> "অতএব, দৌড়াও আল্লাহর দিকে, আমি (মুহাম্মাদ) তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী।"[১৭]

আমাদের নবীজি আমাদের শিখিয়েছেন যে আমাদের রব্ব আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "আমি এক রাতে আল্লাহর রাসূলকে বিছানায় না পেয়ে তাঁকে খোঁজ করতে গেলাম। মসজিদে আমার হাত হঠাৎ তাঁর পায়ের তালু স্পর্শ করল। সেগুলো সিজদাহ করার ভঙ্গিতে উঁচু ছিল আর তিনি বলছিলেন,

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

> "হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আমি আপনার থেকে আপনারই কাছে আশ্রয় চাই। আমি কখনোই আপনার (প্রাপ্য) যথাযথ প্রশংসা করতে পারব না। আপনি আপনার নিজের যেমন প্রশংসা করেছেন, আপনি তেমনই।"[১৮]

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল করা এমনই গুরুত্বপূর্ণ এক লক্ষ্য, যার সামনে অন্য সব লক্ষ্য মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যায়।

وَاللَّـهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾

> "আল্লাহই শ্রেষ্ঠতর (ফিরআউনের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের চেয়ে) এবং স্থায়ী (ফিরআউনের হুমকি দেওয়া শাস্তির চেয়ে)।"[১৯]

আল্লাহর সন্তুষ্টি যে পেয়ে গেল, সে তার প্রয়োজনীয় সবকিছুই পেয়ে গেল। আর যে এটি হারাল বা এর থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, সে সবই হারাল। এরাই এমন সব ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّـهِ ۚ

---

[১৭] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫০

[১৮] তিরমিযি : ৩৫৬৬; ইবনু মাজাহ : ১১৭৯

[১৯] সূরা ত্বা-হা, ২০ : ৭৩

> "...আর তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের ওপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। তা হলে আল্লাহর পরে আর কে আছে যে তাকে সঠিক পথ দেখাবে?"[২০]

যারা মনেপ্রাণে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তাদের তা দান করেন। এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর দেওয়া একটি শ্রেষ্ঠ রহমত।

اللَّـهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

> "আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাঁর পথে বেছে নেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি তাঁর পথে পরিচালিত করেন।"[২১]

হিদায়াতকামনাকারী কোনো বান্দাকে আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দেন না। বরং তাকে হিদায়াত পেতে সহায়তা করেন।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

> "যারা আমার জন্য সংগ্রাম-সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো।"[২২]

হাদীসে কুদসিতে এসেছে, "আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার ব্যাপারে যে-রকম ধারণা রাখে, আমি তেমনই। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও নিজে নিজে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে জনসমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার কাছে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'"[২৩]

আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু কী করে আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হতে পারে? আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "হে আমার বান্দারা! আমি জুলুম করাকে নিজের জন্য হারাম করেছি আর তোমাদের জন্যও হারাম করেছি। অতএব, একে অপরকে জুলুম কোরো না। হে আমার বান্দারা! আমি যাদের হিদায়াত করি তারা ব্যতীত তোমাদের সবাই পথভ্রষ্ট।

[২০] সূরা আল-জাসিয়াহ, ৪৫ : ২৩
[২১] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ১৩
[২২] সূরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯
[২৩] বুখারি : ৭৫৩৭, মুসলিম : ৭০০৬

অতএব আমার নিকট হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের হিদায়াত দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাদের খাবার খাওয়াই, তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই ক্ষুধার্ত। অতএব আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাদের পোশাক পরাই, তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই উলঙ্গ। অতএব আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা তো দিন-রাত গুনাহ করতে থাকো আর আমি তোমাদের ক্ষমা করি। অতএব আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার ক্ষতি করতে চাইলে ক্ষতি করতে পারবে না। আবার আমার উপকার করতে চাইলে উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিটির সমান ধার্মিক হয়ে যায়, তা হলে তা আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি সবচেয়ে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিটির সমান পাপিষ্ঠ হয়ে যায়, তা হলে তা আমার রাজত্বে একটুও কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি কোনো জায়গায় উঠে আমার কাছে দুআ করে, আর আমি প্রত্যেককে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দিয়েও দিই, তা হলে আমার ভাণ্ডার থেকে ততটুকুই কমবে, সুচের আগায় করে পানি তুললে সাগর থেকে যতটুকু কমে।"[২৪]

আল্লাহ তাঁর ওলি বা প্রিয় বন্ধুদেরকে রক্ষা করেন ও সাহায্য করেন। কে না চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে শামিল হতে?

إِنَّ اللَّـهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের রক্ষা করেন।"[২৫]

আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসিতে বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সাথে শত্রুতা করে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করি...।"[২৬]

আমাদের তো অবশ্যই সে-সকল ওলিগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। একই হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ সেসব সৌভাগ্যবানদের ব্যাপারে বলেন, "আমার বান্দা আমার নিকট প্রিয় যে কাজের দ্বারা আমার নৈকট্য সবচেয়ে বেশি লাভ করে, তা হলো ফরয ইবাদতসমূহ। এরপর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার শ্রবণক্ষমতা হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যা

[২৪] মুসলিম : ৬৭৩৭
[২৫] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৩৮
[২৬] বুখারি : ৬৫০২

দিয়ে সে দেখে, সেই হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, তা হলে অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি।"

আমরা তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করতে চাই এবং তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে আখিরাতে জান্নাতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখি।

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

"হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই আর তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করেছিলে এবং অনুগত ছিলে, তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। তাদের কাছে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র। তোমাদের মনে যা চাইবে, আর যাতে চোখ পরিতৃপ্ত হবে সেখানে এরকম (সবকিছুই) আছে। তোমরা তাতে চিরকাল থাকবে। এই হলো জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের। কারণ তোমরা (সৎ) কাজ করতে। তোমাদের জন্য এখানে আছে প্রচুর ফল, যা থেকে তোমরা খাবে।"[২৭]

এতকিছুর পরও কি আমাদের অন্য কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে?

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

"বলো, যে অন্ধ আর যে দৃষ্টিশক্তিধর, তারা কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার কি আলোর সমান?"[২৮]

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

"কে বেশি সৎপথপ্রাপ্ত? যে মুখে ভর দিয়ে উল্টো হয়ে চলে, নাকি যে সোজা হয়ে সরল সঠিক পথে চলে?"[২৯]

[২৭] সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ৬৮-৭৩
[২৮] সূরা আর-র'দ, ১৩ : ১৬
[২৯] সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ২২

মুসলিমের জীবনের এই চূড়ান্ত উদ্দেশ্যই তার চলার পথকে আলোকিত করে; তার প্রচেষ্টার রূপরেখা ঠিক করে দেয়; তার পদক্ষেপ, কাজকর্ম ও অবস্থানের মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। তাকে মাটিতে হাঁটতে দেখা যায়, অথচ তার মন থাকে আসমানে। সে কখনো সামনে অগ্রসর হয়, কখনো থেমে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করে। কখনো দ্রুত কাজ করে, কখনো ধীরেসুস্থে। প্রয়োজনে কথা বলে, প্রয়োজনে চুপ থাকে। এ সব কাজই সে করে ওই এক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য। আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত হওয়া তার কাছে অসহ্য। কারণ এমনটা করলে তার লক্ষ্য অটুট থাকবে না, বাধা পড়ে যাবে। সে কিছুতেই সময়ের অপব্যবহার করে না। ক্রমহ্রাসমান সময়ের একটি মুহূর্তও যেন রব্বের অসন্তুষ্টিতে না কাটে, এ ব্যাপারে সে সদা সচেতন!

চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ঠিক রাখার আরেকটি উপকারিতা হলো, লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যমগুলোও ঠিক হয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য ঠিক আছে বলেই যেন-তেন একটা রাস্তা অবলম্বন করার কোনো অধিকার তার নেই। বরং উদ্দেশ্য ঠিক করে নেওয়ার সাথে সাথেই নির্ধারিত হয়ে গেছে তাকে কোন রাস্তায় চলতে হবে আর কোন রাস্তায় সে চলতে পারবে না। লক্ষ্য যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি, তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর হুকুমের বাইরে গিয়ে কোনো পথই অবলম্বন করা যাবে না। সালাফদের প্রচেষ্টাই থাকত জীবনে কেবল একটি বিষয় নিয়েই মাথা ঘামানো—কীভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল করা যায়। এর ফলেই দুনিয়াবি কামনা-বাসনাকে দূরে ঠেলে তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে বিদ্যমান যে-কোনো বাধা-বিপত্তি সহজে পার হয়ে যেতে পারতেন। এভাবেই তাঁরা ধার্মিকতা, জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতায় সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়ে আছেন। তাঁদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার যথাযথ প্রতিদান আল্লাহ তাঁদের দিয়েছেন।

আমরা আজকের মুসলিমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টিকে পেছনে ছুড়ে ফেলে দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে। আর কেউ কেউ ভাবছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করার পাশাপাশি সকল দুনিয়াবি উদ্দেশ্যও পূরণ করা সম্ভব। এমন লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ

"পরস্পরবিরোধী একাধিক মালিকের দাস।"[৩০]

আল্লাহ তাআলা কোনো শরিক গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিও চায়, আবার অন্যান্য উপাস্যদের সন্তুষ্টিও চায়, তাদেরকে আল্লাহ সেসব মিথ্যা উপাস্যের কাছেই সোপর্দ করে দেন। এজন্যই আজকের মুসলিমরা সংখ্যায় এত বেশি হওয়ার পরও

[৩০] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ২৯

উত্তাল সাগরে ভাসমান ফেনার মতো হয়ে গেছে। তুচ্ছাতি-তুচ্ছ বিষয়েও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, আপন খেয়ালখুশি আর ধর্মদ্রোহিতা নিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছে। ঠিক নবীজি ﷺ-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে গেছে। খাবার খাওয়ার জন্য যেভাবে পরস্পরকে ডাকা হয়, মুসলিমদের আক্রমণ করার জন্য সেভাবেই কাফিররা একে অপরকে ডাকছে।

পরিস্থিতি অতি ভয়াবহ। যে উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটিকে অবজ্ঞা করলে শুধু যে দুনিয়াতেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হবে, এমন না। আখিরাতেও প্রত্যেককে তার অবজ্ঞার মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করা লাগবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাকে লক্ষ্য না বানানোর অর্থই হলো আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করাকে লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া। কারো যদি ইচ্ছে হয় নিজ নিজ ভ্রান্তিতে ঘুরে ঘুরে মরার, তবে সে তা-ই করুক। কিন্তু নিজেদের ভুলভাল কাজকে নানা রকম চটকদার নাম দিলেও আল্লাহর ক্রোধ থেকে কিছুতেই বাঁচা যাবে না। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম—এই সকল আবরণ দিয়েও বাস্তবতাকে ঢাকা যাবে না। বাস্তবতা হলো তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

"প্রকৃত সত্যের পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কীই-বা থাকতে পারে?"[৩১]

আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

"এরাই সেসব লোক যারা হিদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে। (জাহান্নামের) আগুন ভোগ করার ব্যাপারে তারা কতই-না ধৈর্যশীল!"[৩২]

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"আর যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মা বিক্রি করেছে, তা কতই-না জঘন্য! যদি তারা জানত!"[৩৩]

তাই আমরা আমাদের জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছি যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।

[৩১] সূরা ইউনুস, ১০ : ৩২
[৩২] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৭৫
[৩৩] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১০২